ইত্তেফাক

তারিখ ... 8.10.78 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 3 ...

স্থান-কাল-পাত্র

লুব্ধক

বেদনা ভারাক্রান্ত মনে এ লেখাটা লিখছি। সাহিত্যিক-সাংবাদিক আকবর উদ্দিন সাহেব আজ আর আমাদের মাঝে নাই। গত শুক্রবার তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। এ মৃত্যু পরিণত বয়সের মৃত্যু। তবু কোন কোন মৃত্যু থাকে—যা যত পরিণত বয়সেরই হোক, মেনে নিতে কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে অনেকেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ইব্রাহীম খাঁ, কবি আজিজুর রহমান—এঁরা ইন্তেকাল করেছেন মাত্র কিছু দিন আগে। এদের শোক না ফুরাতেই আকবর উদ্দিনও বিদায় নিলেন। আকবর উদ্দিন আজকের অনেক তরুণের নিকট একান্ত পরিচিত নাম না হতে পারে; কিন্তু গত অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী এতদ্দেশীয় সাহিত্য-সাংবাদিকতার জগতে আকবর উদ্দিন ছিলেন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। একদা এই দেশ, এই জাতির জন্য যাঁরা পাহাড় কেটে পথ রচনা করেছেন, সুষুপ্ত হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত হেনে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে গেছেন, আকবর উদ্দিন ছিলেন তাঁদের দলের। যে সময় বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে নাটককে বাঁকা নজরে দেখা হত, সে সময়ই আকবর উদ্দিন সিন্ধু বিজয়, সুলতান মাহমুদ, মুজাহিদ, নাদির শাহ প্রভৃতি নাটক লিখেছেন এবং সেসব নাটক তরুণ বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে সবিশেষ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। শুধু তাই নয়, উপন্যাসেও আকবর উদ্দিন সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনী গ্রন্থে তাঁর অবদান এদেশে সাহিত্য জগতে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনুবাদ কর্মেও ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত।

আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ অন্য বিষয় লিখব। সম্পূর্ণ ভিন্নতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু আকবর উদ্দিনের মৃত্যুতে সে বিষয়টা বদল না করেও লেখার প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করতে হল। বলেছি, আকবর উদ্দিনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পিজি হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায় তিনি তখন শায়িত। হঠাৎ করে অফিসের টেবিলে একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। সেদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে গেলাম। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। চারদিকে রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজন। সেই অবস্থায়ও কাছে টেনে নিয়ে বুকের উপরে আমার হাত ধরে রেখে প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে দেশ ও জাতির কথাই বললেন আকবর উদ্দিন। আমি মাঝেমধ্যেই বাধা দিচ্ছিলাম। বলছিলাম; আপনার কষ্ট হচ্ছে, আজ থাক, আর একদিন হবে।

বললেন, আর হয়ত সময় পাবো না। কিন্তু আপনারা যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁরা কারণ বের করবেন, কেন এই দেশ, এই জাতিটা যা পেতে চায়, তা পেতে পারে না। কেন, এত সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী হয়েও এ জাতিটা এতটা পিছিয়ে পড়েছে। আরো বললেন, আমাদের ইতিহাস যে সমৃদ্ধ, সেই কথাটা দেশের তরুণ সমাজের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। তা না হলে যাই করা হোক, ধরে রাখা যাবে না। ভুল ইতিহাস শিখিয়ে গত কিছুকাল যাবৎ সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। ফলে, কোন কিছুই দানা বাঁধছে না। কোন কিছুই সফল ও সার্থক হতে পারছে না। সবশেষে আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে আবারো বললেন, যদি পারেন, আমার মত মৃত্যুপথযাত্রীর অছিয়ত হিসাবে দেশের মানুষকে জানিয়ে দেবেন, আর যাই হওয়া যাক, ফাঁকি দিয়ে বড় হওয়া যায় না।

আকবর উদ্দিনের সেই শেষ অছিয়ত আজ ইত্তেফাকের মাধ্যমে দেশের মানুষকে জানিয়ে দিতে গিয়ে বারে বারেই থমকে যাচ্ছি। সত্যি কেন আমাদের দ্বারা বড় কিছু, মহৎ কিছু সম্ভব হচ্ছে না। আকবর উদ্দিনের একটি জীবনী গ্রন্থের নাম 'পথের দিশারী'। সেই পুস্তকে তিনি আমাদের দেশ ও জাতির মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বইটি পড়তে ধরলে যে কারো মনে এই ভাবেরই উদয় ঘটবে যে, ড্রিঙ্ক ওয়াটারের ভাষায়, যে জাতি তার মধ্যকার গুণীজ্ঞানী ও মহৎদের কদর দিতে জানে না, সে জাতি বড় হতে পারে না।

ইতিহাসে আমরা কি দেখি? যে জাতি বড় হয়, সে জাতির সামনে থাকে মহৎ প্রেরণা, উচ্চ আদর্শ। সেই মহৎ প্রেরণায় দেশের মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। সেই মহৎ আদর্শকে সামনে রেখে জাতির তরুণ সমাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে সেই মহৎ প্রেরণা ও উচ্চ আদর্শের কিছু তুলে ধরছি কি? আমরা একদল আছি, যারা সব কিছুকেই রাজনীতিকরণ করে ফেলেছি। ফলে, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়টা আমাদের নিকট শিবিরপন্থী দলীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমুক নেতা যেহেতু আমাদের দলের নন, অমুক সাহিত্যিক তিনি যেহেতু আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত নন, সেহেতু সেই নেতা ও সেই সাহিত্যিক কিছুই না—কেউ না।

এ্যাকশনের রিএ্যাকশন অবশ্যম্ভাবী। ফলে অন্য দলের নিকট আমাদের কোন নেতা বা সাহিত্যিকও কেউ না। এভাবেই আমরা ইতিহাস, আদর্শ, নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত তালিকা প্রণয়ন না করে, তালিকা থেকে ছাঁটাই-বাছাইয়ের মহড়ায় আত্মনিয়োগ করেছি। ফলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের অতীতের কেউই মহৎ নয়, আমাদের অতীতের কোন নেতাই নেতৃত্বের গুণাবলীতে ভূষিত নন। আমাদের পূর্ব পুরুষদের কোন কাজই সঠিক হয় নাই। এই নেতিবাদী মানসিকতার ধারা যেহেতু বহমান, সেহেতু চোখের সামনেই তার পরিণতিও সুস্পষ্ট। এ ভাবে আমাদের ভাবী বংশধরেরা মহত্তর বা উচ্চতর কিছুই পাচ্ছে না। ফলে, তারা যদি ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ পিতা-মাতাকেও অবজ্ঞা করতে শুরু করে এবং নিজেদের উল্টাধর্মী কর্মধারাকেই নতুন ইতিহাস ভেবে বগল বাজাতে শুরু করে দেয়, তবে তাদের দোষ দেওয়া যাবে কি?

আকবর উদ্দিনের উৎকণ্ঠা ছিল এটাই। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমাদের যাঁরা পূর্বসূরী, তাঁরা আজকের বিচারে যত ক্ষুদ্র ও যত দরিদ্রই হোন না কেন, তাঁদের বাদ দিয়ে আমাদের এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। আমরা তাঁদের কর্মধারায় মডিফিকেশন আনতে পারি; আমরা তাঁদের ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিগুলি পরিহার করে নতুন উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু পূর্বসূরীদের বাতিল করার অর্থ বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি করা। সে শূন্যতায় গোটা জাতি দিশাহারা হয়ে পড়বে এবং সেই ফাঁকে ফায়দা লুটবে অন্যরা। দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারেও আকবর উদ্দিনের চিন্তা ধারা ছিল আজকের যে কোন বাস্তববাদী কর্মীর চিন্তা ধারার মতই। তিনি প্রায়ই বলতেন, ইতিহাসমুখীনতার অর্থ এই নয় যে, শুধু ইতিহাসের গৌরব নিয়ে গর্ববোধ করব অথবা বর্তমানের বিচ্যুতি নিয়ে হাহুতাশ করব। ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য হল, আবহমানকালের অগ্রগতির ধারাপ্রবাহের সাথে নিজের অগ্রসরতা ও উন্নতির ধারাকে সংযুক্ত করা। তাঁর মতে, একদিকে নিজের প্রতিটি পদক্ষেপকে যেমন গোটা বিশ্বের সর্বজনস্বীকৃত নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, তেমনি স্বকীয়তা বজায় রেখেই প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্জন করতে হবে নিজের যোগ্য আসন। আকবর উদ্দিনের এই বক্তব্যই তাঁর প্রতিটি রচনার মর্মকথা। উপন্যাস, নাটক, জীবনী, অনুবাদ—যা তিনি রচনা করেছেন, তার সবকয়টির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, দেশ ও জাতিকে বড় হতে হবে, মহৎ হতে হবে। চলমান বিশ্বে অগ্রগতির কাফেলায় শরিক হয়ে—দেশ ও জাতির জন্যে তো বটেই, বিশ্ব মানবের জন্যেও বিশেষ কিছু অবদান রেখে যেতে হবে।

আকবর উদ্দিনের এই বক্তব্য বস্তুতঃ আমাদের সবারই বক্তব্য। আমরা সবাই চাই দেশ ও জাতির ভাল হোক, মঙ্গল হোক আমরা সবাই চাই, আমরা যা পারি নাই, আমাদের বংশধরেরা তা যেন সম্ভব করতে পারে। আমরা আরো চাই, যে কোন অসম্ভব সম্ভবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেন এই অনুশোচনা না করে যে, পূর্বসূরীদের অযোগ্যতা ও অপারগতার গুনাগারি তাদের কাঁধে চেপেছে অথবা তারা যে অবস্থায় নিপতিত হয়েছে তার জন্য দায়ী তাদের পূর্ব পুরুষেরা।

কিন্তু এই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যকার যে তফাৎ, তাও আমাদের একই সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে বৈ কি? সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। আজকের সাহিত্য এবং সাংবাদিকতায় মহৎ কিছু, উচ্চতর কিছু প্রকাশমান নয় কেন? কারণ কি এই নয় যে, অতীতের উচ্চতর ও মহত্তরকে আমরা বাতিল করেছি বলে? অতীতের ভিত্তিতে আমরা আমাদের বর্তমানকে দাঁড় করাতে পারছি না বলে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমরা সন্দিহান বলে?

আমরা মানুষকে মেরে মানুষের মঙ্গল কামনা করি। আমরা আদর্শ ও লক্ষ্যের যূপকাষ্ঠে বলি দেই অমৃত সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বকে। আমরা একদিকে নিজেদের আন্তর্জাতিকতার ধারক-বাহক বলে দাবী করি অথচ ঘরের পাশে ছিন্নমূলদের দিকে দৃকপাত করি না। আমরা অর্থনীতি করি রাজনীতির ধারায়। রাজনীতি করি আমলাতন্ত্রের ছকে আর আমলাগিরি করি শামলা পরার ঢঙে। ফলে আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা বাতাসের হাত ধরে বহু কথাই বলে যান, সে কথা বাতাসেই ভেসে যায়, কারো প্রাণকে এতটুকু নাড়া দিতে পারে না। আমাদের নাট্যকার-গণ রাজনীতির ঢঙে অভিনয় মঞ্চ সরগরম

ইত্তেফাক

তারিখ ... 8/10/78 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

রাখেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। নাটকে চাঁদাদানকারী বিজনেসম্যানটি ঠিক সময়ে তার মুনাফার বহর যথারীতি গড়ে নেয়। ভুল করেও সে বিষয়ে তার বিচ্যুতি ঘটে না। আমাদের সাংস্কৃতিক মঞ্চের ডামাডোল উপস্থিত দর্শকদের 'বেড়াল ডাক' 'কুকুর ডাক' থেকে ফেরাতে পারে না।

অথচ এই অসফলতা, এই ব্যর্থতা এবং এই বিচ্যুতি নিয়েই আমাদের কত জাঁক। কারণ আর কিছুই নয়। ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে যে শূন্যগর্ভ থেকে এই পরগাছার সৃষ্টি, তার শিকড় যেমন অনুপস্থিত তেমনি তার ফলও অসম্ভব। তাই পদে পদে আমরা শুধু পিছিয়ে পড়ি না—হাস্যাস্পদও হই। কিন্তু রাজনীতিকরণের কুয়াশা এতটাই দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে রাখে যে, নিজেদের সেই হাস্যকর বিষয় নিয়েও আমরা বোকার মত একবার-দু'বার নয়, তিন-তিনবার হাসি।

এই অবস্থায়, আকবর উদ্দিনের মত প্রবীণ সাহিত্যিকের মৃত্যু উপলক্ষে তো বটেই; যে কোন উপলক্ষেই বলা যেতে পারে যে, দেশ ও জাতির জন্য এই মানসিকতা একান্তই আত্মঘাতী। এই আত্ম অপঘাত থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিসহকারে সব কিছুকে পুনরায় বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। সে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি কি? নিজেকে চেনা—নিজেকে জানা। ব্যক্তি হিসাবে আমার যেমন একটা পরিচয় আছে, ঠিকানা আছে, সমাজ আছে, সংসার আছে, জাতি হিসাবেও আমার ঠিক তেমনি একটা পরিচিতি বা বিশিষ্টতা আছে। ব্যক্তি হিসাবে আমার আশা আকাংক্ষা যেমন আমাকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে, জাতি হিসাবেও তেমনি মহত্তর আদর্শের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য আমার প্রয়োজন উচ্চতর আশা-আকাংক্ষার।

মহাকবি কায়কোবাদ তাঁর এক বইয়ের ভূমিকায় প্রাচীন একটা উদ্ধৃতি তুলে ধরেছিলেন এইভাবে: মক্ষিকা খোঁজে ব্রণ; মধু খোঁজে ভ্রমর/; সজ্জন গুণ খোঁজে, দোষ খোঁজে পামর। আকবর উদ্দিনের মৃত্যু উপলক্ষে দেশ ও জাতির নব কর্মধারার প্রেক্ষাপটে এই একই বক্তব্য ভিন্নভাবে তুলে ধরে, বলা চলে, দেশ ও জাতিকে উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও মহৎ কর্মপ্রেরণায় গতিশীল করতে হলে এই সজ্জনের মতই গুণের খোঁজ করতে হবে। গুণীর কদর দিতে হবে। না হলে, যা বাকী থাকবে, তা নিয়ে শুধু হাহুতাশ ও আফসোস করাই সার হবে; কাংক্ষিত লক্ষ্য কখনো অর্জিত হবে না।